৩০ অগাস্ট ২০১৪

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ঘোষণাপত্র

অধিকার

তিরিশে অগাস্ট সারা পৃথিবীতে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হচ্ছে। ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর 'গুম হওয়া থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ'টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়, যার ফলে গুম হয়ে যাওয়ার হাত থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকারটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয় এবং কাউকে গুম করে দেয়া মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি পায়। *অধিকার* এই দিনটি পালনের জন্য বাংলাদেশের সব নাগরিক, বিশেষত: মানবাধিকার কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* সেই সঙ্গে এও আশা করে যে, এই দিনটিতে প্রতিবাদী সাংবাদিকরা গুম হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

জাতিসংঘ ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিবছর একটি দিন পালন করা জরুরী যাতে গুম হয়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ অপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করা সম্ভব হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নীতিনৈতিকতার ক্ষয়, মানবাধিকারের প্রতি ক্ষমতাসীনদের চরম ঔদাসীন্য এমন এক পরিস্থিতির তৈরি করেছে, যাতে বিরুদ্ধ মতকে নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে দমন করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার চরম রূপ হচ্ছে সরকারি এজেন্টদের হাতে নাগরিকদের গুম হয়ে যাওয়া। এরপর সেই গুম হওয়া ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কেউই আর তার হদিস পায় না। এতে সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলেও ক্ষমতাসীনরা তা নির্দ্বিধায় অস্বীকার করতে থাকে এবং কোন কার্যকর তদন্ত করে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক হয় যে, ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর অগাস্টের ৩০ তারিখ পালিত হবে গুম হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে স্মরণ করা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের পরিবার পরিজন যে স্বজন হারানোর দুঃসহ ভার বহন করে বেড়াচ্ছেন সেই ব্যাপারে তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই অপরাধটি নতুন নয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গুমের ঘটনা ঘটে, যা যুদ্ধ পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সরকারের আমলে অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান এবং বিপ্লবী বামপন্থী নেতা সিরাজ সিকদার ও ১৯৯৬ সালে ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির নেত্রী কল্পনা চাকমা অন্যতম।

বিগত কয়েক বছর ধরে গুমের ঘটনা আবারও ঘটতে শুরু করেছে, যা বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করে গুরুতর অপরাধের আরেকটি মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের প্রিয়জনদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর তাঁরা গুম হয়েছেন; তাঁদের কারো কারো লাশও পরে পাওয়া গেছে।

Tel: +880 2 9888587, Fax: +880 2 9886208, Email: odhikar.bd@gmail.com, Website: www.odhikar.org

২০১০ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলম এবং ২০১২ সালে সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলীর গুমের ঘটনা, ২০১২ সালে শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলাম ও ২০১৩ সালে একই সঙ্গে সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম হিরু ও লাকসাম পৌর বিএনপি'র সভাপতি হুমায়ন কবির পারভেজ, ২০১৩ সালে ঢাকায় একইদিনে সাজিদুল ইসলাম সুমন, মাজহারুল ইসলাম রাসেল, আব্দুল কাদের ভুইয়া মাসুম, আল আমিন, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান রানা, তানভীর, এএম আদনান চৌধুরী, ২০১৪ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার নজরুল ইসলাম ও এডভোকেট চন্দন সরকারসহ মোট ৭ জনের গুম ও হত্যার ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের ২৮ অগাস্ট পর্যন্ত ১৫০ জন গুমের শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, *অধিকার* তখনই গুমের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে, যখন গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে গুম হওয়া ব্যক্তিটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় ছিল।

গুম বা এনফোর্সড ডিস্অ্যাপিয়ারেন্স মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ (crime against humanity), যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। গুম হতে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ-২ এ এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'গুম করা' বলতে বোঝায় 'রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনাকে অস্বীকার অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাঁকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সংঘঠিত ঘটনা। 'গুম' কোন ব্যক্তির বাক স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। গুম জনিত অপরাধকে ধারাবাহিক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ আটক বা অপহরণের পর এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে।

গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে গুমজনিত অপরাধ তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়, যাঁদেরকে সরকার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়শই নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁদের জীবন নিয়ে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং এমনকি তাঁরা আইনী সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকেন।

বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বাস্তায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য নিয়েই অধিকার বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্অ্যাপিয়ারেন্সস (আফাদ) এর সদস্য হিসেবেও গুম জনিত অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করছে *অধিকার*। ২০০৭ সাল থেকে *অধিকার* গুমজনিত অপরাধের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ, ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং,ভিকটিম ফ্যামেলি নেটওয়ার্ক গঠন এবং গুমের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। *অধিকার* সমাজের প্রতিটি স্তরের আপামর জনগণকে

মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজের অংশ হিসেবে গুম হওয়া থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদনের বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে ২০১৩ সালে যথাক্রমে ৬২ দিন এবং ২৫ দিন কারাগারে আটক করে রাখা হয়। তাছাড়াও সারাদেশে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন এবং হয়রানীর শিকার হন এবং এখনও হচ্ছেন। গত এক বছর ধরে সরকার এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে *অধিকার* এর সমস্ত আর্থিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে রেখেছে।

স্বাধীনতার পরপরই বিপ্লবী বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বহু তরুণ-যুবককে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী হত্যা বা গুম করে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসা বিভিন্ন সামরিক শাসনামলেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিল যে, পরবর্তী নির্বাচিত সরকারগুলো এই অপরাধের সমাপ্তি ঘটাবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হয়েছে যেন ঠিক তার বিপরীত। তাই সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করতে বাংলাদেশের জনগণকে সংগঠিত হওয়া এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তাই গুমসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার কর্মীকে সোচ্চার হতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।